দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...28 DEC 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ... ৭......

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রয়োজন

আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে গুটিকয়েক সরকারী বিদ্যালয় ছাড়া সিংহভাগই বেসরকারী পর্যায়ে। এই বিদ্যালয়গুলিতে সরকার বেতনের সিংহভাগ যোগান দিয়া থাকিলেও বিদ্যালয় পরিচালনার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবে অনেক বিদ্যালয়েই নানা অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যালয়গুলিতে ম্যানেজিং কমিটি থাকে। যাহারা বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় সংশ্লিষ্ট সরকারী নীতির অস্পষ্টতা বা ত্রুটির কারণে এসব কমিটিতে কিছু সদস্য স্থান পাইয়া যান যাহারা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা অপেক্ষা অন্যতর দিকে বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন। মূলতঃ তাহারাই এসব অনিয়মের হোতা। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহারা 'বিশেষ বিবেচনায় পাস' গ্রেস মার্ক নিয়া পাস বা কম্পার্টমেন্টাল পাস সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগের ব্যাপারে বেশী আগ্রহী। কারণ এই ধরনের প্রার্থীদের নিয়োগ দিলে তাহাদের পকেট ভারী হয় এবং পরবর্তী সময়ে তাহাদেরকে দিয়া মোসাহেবী করানো যায়। ভাল ফলাফলসহ অনার্স বা মাষ্টার্স সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তিগণ যদি কোনক্রমে নিয়োগ পান তবে পরবর্তী সময়ে তাহারা হাস্যকর বা তাচ্ছিল্যের বস্তুতে পরিণত হন।

এসব বিদ্যালয়ে কোন সুষ্ঠু নিয়মনীতি না থাকার কারণে খারাপ ফলাফলের শিক্ষক নিয়োগের পর এই শ্রেণীর সদস্যদের প্রভাবে এবং নানা কূটকৌশলের মাধ্যমে তাহারাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। ম্যানেজিং কমিটির এ সমস্ত সদস্য সব সরকারের সময়েই সেই সরকারের সমর্থক বনিয়া যান। ইহাদের দ্বারা প্রায়ই সাধারণ শিক্ষক হইতে শুরু করিয়া প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত লাঞ্ছিত হন।

আমরা মনে-প্রাণে চাহিয়াছিলাম অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু নিয়মনীতি প্রণীত হইল না। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব একটি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সুষ্ঠু নিয়মনীতি চালু করিতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্যামল পোদ্দার,
মোহনগঞ্জ, দুর্গাপুর,
রাজশাহী।